গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moi.gov.bd)

নং-১৫.০০.০০০০.০২৪.২২.০০২.১৪- ২৮০

তারিখঃ ০৭ বৈশাখ, ১৪২৩ / ২০ এপ্রিল, ২০১৬

'সম্প্রচার আইন, ২০১৬' এর খসড়ার ওপর মতামত ও পরামর্শ আহবান

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'সম্প্রচার আইন, ২০১৬' এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এতদসঙ্গে সংযুক্ত উক্ত খসড়ার ওপর অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ আহবান করা হল। আপনার লিখিত মতামত ও পরামর্শ আগামী ০৪ মে, ২০১৬ তারিখের মধ্যে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ভবন নং-৪ (নবম তলা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে (secretary@moi.gov.bd, tv2@moi.gov.bd) প্রেরণ করতে পারেন।

২০/৪/২০১৬

(মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৫০১৭
মোবাইলঃ ০১৭৩২৮৩৬৫৫৫
ই-মেইলঃ tv2@moi.gov.bd

অনুলিপি (অবগতি ও কার্যার্থে)

১। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সম্প্রচার আইন, ২০১৬ (খসড়া)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**

(১) এই আইন সম্প্রচার আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে এই আইন সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**

(১) 'সম্প্রচারকারী' (Broadcaster) অর্থ এমন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যিনি অথবা যাহা সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ইহাতে তথ্য সম্প্রচার নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্তর্ভুক্ত হইবেন যিনি তাহার নিজ টেলিভিশন বা রেডিও চ্যানেলের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও চালনা করেন।

(২) 'সম্প্রচার' (Broadcasting) অর্থ যে কোন ধরণের বিষয়বস্তু (content) যেমন, চিহ্ন, সংকেত, লেখা, ছবি, প্রতিচ্ছবি ও শব্দ এর সমাহরণ (assembling) ও কার্যক্রম প্রণয়ন (programming) এবং এই সম্প্রচার বিষয়বস্তুকে হয় নির্দিষ্ট কম্পাংকে (frequency) ইলেক্ট্রনিকভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় (ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক) তরঙ্গে সন্নিবেশ-পূর্বক সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু মহাশূন্য বা কেব্‌ল্ মাধ্যমে প্রেরণ-পূর্বক বাহক তরঙ্গে তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার উপযোগী ও লভ্য করিয়া রাখা অথবা ঐ বিষয়বস্তু ডিজিটাল ডাটা ফরমে অবিচ্ছিন্নভাবে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে প্রবহমান রাখা, যাহাতে এই বিষয়বস্তু গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে একক বা বহুবিধ গ্রাহকের নিকট অধিগম্য (accessible) হয়।

(৩) 'সম্প্রচার যন্ত্রপাতি' বলিতে বুঝাইবে এমন যন্ত্রপাতি যাহা যে কোন সম্প্রচার কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম।

(৪) 'সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে বিষয়বস্তু সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন এবং নির্দিষ্ট কম্পাংকে ইলেক্ট্রনিক আকারে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করণ এবং এই সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু সম্প্রচার নেটওয়ার্ক বা নেটওয়ার্কসমূহে ডিজিটাল বা অন্য কোন উপায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা, যাহাতে সকল বা বহুবিধ ব্যবহারকারীর যে কোন ব্যক্তি তাহাদের সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে গ্রাহকযন্ত্র সংযুক্ত করিয়া উহাতে অধিগম্যতা লাভে সক্ষম হয় এবং ইহাতে বিষয়বস্তুর সকল সম্প্রচার কার্যক্রম ও সকল সম্প্রচার নেটওয়ার্ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৫) 'সম্প্রচার নেটওয়ার্ক/সিস্টেম কার্যক্রম' অর্থ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত (guided) অথবা উন্মুক্ত (unguided) তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কম্পাংকে ইলেক্ট্রনিকভাবে সম্প্রচার বিষয়বস্তু বহুবিধ গ্রাহকের নিকট বহন করিবার জন্য প্রেরক যন্ত্র বা কেব্‌ল্ অবকাঠামোর নেটওয়ার্ক সৃষ্টির কার্যক্রম এবং নিম্নলিখিত যে কোনটির ব্যবস্থাপনা ও চালনা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) টেলিপোর্ট/হাব/ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র;

(খ) ডিরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) সম্প্রচার নেটওয়ার্ক;

(গ) মাল্টি সিস্টেম কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক;

(ঘ) স্থানীয় কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক;

(ঙ) স্যাটেলাইট বেতার সম্প্রচার নেটওয়ার্ক;

(চ) ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট;

(ছ) এইরুপ অন্যান্য নেটওয়ার্ক কার্যক্রম যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৬) 'কেব্‌ল্ অপারেটর' বলিতে বুঝাইবে এমন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যিনি অথবা যাহা কেব্‌ল টিভি পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা এবং চালনা করিবে অথবা ভিন্নভাবে মাল্টিসিস্টেম বা লোকাল কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকিবে।

(৭) 'কেব্‌ল্ টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে প্রদত্ত কোন কম্পাংকের যে কোন সম্প্রচার টেলিভিশন বিষয়বস্তু কেব্‌লের মাধ্যমে বহুবিধ গ্রাহকদের জন্য তথ্য সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন ও প্রেরণ।

(৮) 'কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক' বলিতে বুঝাইবে এমন একটি সিস্টেম যাহা সুনির্দিষ্ট প্রেরণ পথ ও সংশ্লিষ্ট সংকেত সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ যন্ত্রপাতি নিয়া গঠিত এবং যাহা টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম গ্রহণ ও উহা বহুবিধ গ্রাহকদের নিকট পুন:প্রেরণের জন্য নির্মিত।

(৯) 'কমিশন' বলিতে বুঝায় সম্প্রচার কমিশন যাহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(১০) 'কমিউনিটি সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে অভিপ্রেত টেরেস্ট্রিয়াল বেতার সম্প্রচার যাহা একটি নির্ধারিত ভূখন্ডে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ।

(১১) 'বিষয়বস্তু (content)' বলিতে বুঝাইবে যে কোন অডিও, টেক্সট, উপাত্ত, চিত্রন বা নকশা (স্থির বা চলমান), অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা, সংকেত বা যে কোন ধরণের বার্তা বা ঐগুলির যে কোন এমন সংমিশ্রন যাহা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট, প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষিত, উদ্ধারকৃত বা জ্ঞাপিত হইতে সক্ষম।

(১২) 'বিষয়বস্তু সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝায় বিষয়বস্তু সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন এবং ইলেক্ট্রনিকভাবে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ ও একই বিষয়বস্তু সম্প্রচার নেটওয়ার্কে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে নির্দিষ্ট কম্পাংকে প্রেরণ ও পুণ:প্রেরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে লভ্য/ব্যবহার্য করা, যাহাতে বহুবিধ ব্যবহারকারী তাহাদের গ্রাহক যন্ত্র নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করিয়া বিষয়বস্তুতে অধিগম্যতা লাভ করিতে পারে এবং নিম্নলিখিত যে কোনটির ব্যবস্থাপনা ও চালনা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন কার্যক্রম;

(খ) টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কার্যক্রম;

(গ) স্যাটেলাইট টেলিভিশন কার্যক্রম;

(ঘ) স্যাটেলাইট রেডিও কার্যক্রম;

(ঙ) কেব্‌ল্ টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম;

(চ) এফ.এম বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ছ) কমিউনিটি সম্প্রচার কার্যক্রম;

(জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সম্প্রচার কার্যক্রম।

(১৩) 'ফ্রি টু এয়ার সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝায় নন-এনক্রিপটেড (non-encrypted) সম্প্রচার কার্যক্রম যাহা মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে জনগণের নিকট সহজ-লভ্য যন্ত্রপাতির মাধ্যমে লভ্য হয়।

(১৪) 'তহবিল' বলিতে এই আইনের ১৩ ধারার অধীন গঠিত তহবিলকে বুঝাইবে।

(১৫) 'লাইসেন্স' বলিতে এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স।

(১৬) 'লাইসেন্সধারী' বলিতে বুঝায় এই আইনের অধীন সম্প্রচার সেবা প্রদানের জন্য যাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে।

(১৭) 'সদস্য'বলিতে কমিশন কর্তৃক ৬ ধারা অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং ইহাতে চেয়ারম্যানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৮) 'প্রজ্ঞাপন' বলিতে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনকে বুঝাইবে।

(১৯) 'নির্ধারিত' বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(২০) 'প্রবিধানমালা' বলিতে এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালাকে বুঝাইবে ।

৩। **এই আইনের প্রাধান্য**

আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

সম্প্রচার কমিশন গঠন

৪। **কমিশন প্রতিষ্ঠা**

(১) এই সম্প্রচার আইন বলবৎ হইবার পর অনতিবিলম্বে সম্প্রচার কমিশন (Broadcasting Commission) গঠন করিতে হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সামূহিক সীলমোহর (common seal) থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কমিশনের কার্যালয়**

(১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কমিশন গঠন**

(১) কমিশন ৭ (সাত) জন কমিশনার লইয়া গঠিত হইবে যাহাদের মধ্যে অন্যূন একজন নারী হইবেন এবং রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি অনুসন্ধান কমিটি (Search Committee) দ্বারা মনোনীত হইবেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। এই অনুসন্ধান কমিটিতে অংশীজনদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। অংশীজনদের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি কর্মকর্তা, সম্প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সম্প্রচার বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদ, জন প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজ্ঞ থাকিতে পারেন। তন্মধ্যে একজন নারী প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

৭। **কমিশনারদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**

(১) চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদের জন্য সম্প্রচার, গণমাধ্যম শিল্প, গণমাধ্যম শিক্ষা, আইন, জনপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, ভোক্তা বিষয়াদি অথবা ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর বিশেষ জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না যদি তিনি:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন ;

(খ) জাতীয় সংসদ সদস্য অথবা স্থানীয় সরকার সদস্য হন;

(গ) ঋণখেলাপী হন;

(ঘ) কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধের দায়ে ন্যূনতম ২ বছরের কারাদন্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন;

(চ) কোন লাভজনক পদে কর্মরত থাকেন;

(ছ) কোন সম্প্রচার অথবা গণমাধ্যম শিল্প সংক্রান্ত কোন ব্যবসা অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকেন;

(জ) কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত থাকেন।

৮। **কমিশনার পদের মেয়াদ ও পদত্যাগ**

(১) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত থাকিবেন এবং পদের মেয়াদ শেষে তাহাদিগকে পুন:নিয়োগ দেওয়া যাইবে না।

(২) চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণ উপধারা-১-এ নির্ধারিত মেয়াদকাল পূর্তির পূর্বে যে কোন সময়ে ১ মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) যদি চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হয় অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহা হইলে চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ১(এক) জন কমিশনার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **কমিশনার অপসারণ**

(১) উপধারা-২ এ উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কমিশনের যে কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন যদি তিনি:

(ক) শারীরিক ও মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান;

(খ) কোন বৈধ কারণ ব্যতীত ৩ মাসের অধিককাল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান;

(গ) ৭(২) ধারা অনুযায়ী কমিশনার হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হন;

(ঘ) কমিশনের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখেন;

(ঙ) এমনভাবে আচরণ করেন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণে ক্ষতিকর হয় অথবা জনস্বার্থ বিঘ্নিত করে;

(চ) দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, গুরুতর অসদাচরণ বা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে গুরুতর অবহেলা করেন।

(২) উপধারা-১ এ উল্লিখিত কারণে বা যুক্তিতে যদি কোন কমিশনার তাহার স্বীয় পদে আসীন থাকিবার অযোগ্য হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন যাহা সুপ্রীম কোর্টের এক বা একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং গঠিত কমিটি কতদিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করিবে তাহাও কমিটি গঠনের আদেশপত্রে উল্লেখ থাকিবে;

(৩) কোন কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য উপধারা-২ এর অধীন গঠিত কমিটি রাষ্ট্রপতির নিকট যে প্রতিবেদন দাখিল করিবে সেই প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং কারণ উল্লেখ পূর্বক বলিতে হইবে যে, আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অপসারণ করা হইবে কিনা এবং রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(৪) কোন কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে এই ধারার অধীন প্রস্তাবিত অপসারণ করা যাইবে না;

(৫) উপধারা-২ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠিত হইবার পর রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় লইয়া কমিশনারকে তাহার অফিসের কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কমিশনার এই আদেশ অবশ্যই মানিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৬) তদন্ত কমিটি The Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ঐ আইনের বিধানাবলী এই আইনের শর্তসাপেক্ষে এই কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। **কমিশনের সভা**

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) কমিশনের এইরূপ সভা কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে তাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কোন কারণে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত কমিশনারদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) সভার কোরামের জন্য ৩ জন কমিশনারের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে;

(৫) উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনারদের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি তাহার দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দিতে পারিবেন;

(৬) দুইজন কমিশনার নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যানকে লিখিত অনুরোধ জানাইতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান এইরূপ কোন অনুরোধ পাইলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে একটি সভা আহবান করিবেন;

(৭) চেয়ারম্যান যে কোন বিষয়ের উপর মতামত, আলাপ-আলোচনা, তথ্য বা ব্যাখ্যা/বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত, চিন্তা-ভাবনা বা আলোচনা, তথ্য বা বিবৃতি সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

১১। ***কমিশনারগণের*** **পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি**

(১) কমিশনারগণ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন এবং চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন;

(২) কমিশনার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর তাহার পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, সুবিধাদি এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী এমনভাবে পরিবর্তিত হইবে না যাহা তাহার জন্য ক্ষতিকর হয়;

(৩) কমিশনারগণের নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে। একই দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

১২। **কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**

এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) সম্প্রচারকারীদের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা (Guideline) প্রস্তুত করা;

(খ) সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সম্প্রচারনীতি এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত সহায়ক নির্দেশিকা(Guideline) ও 'কোড অব ইথিকস্' যথাযথভাবে প্রতিপালন হইতেছে মর্মে নিশ্চিত হইবার জন্য কমিশন কর্তৃক নিয়মিত নজরদারি করা;

(গ) রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে যে কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা;

(ঙ) বিভিন্ন শ্রেণীর সম্প্রচারকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের মেয়াদ ও শর্ত প্রণয়ন করা ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা;

(চ) নতুন লাইসেন্স প্রদানের জন্য গাইডলাইন প্রদান এবং টেলিভিশন, বেতার, ইন্টারনেট টিভি বা রেডিও বা অন্য যে কোন প্রকারের প্রচার মাধ্যম ডিজিটাল বা ভিন্ন কোন প্রকারের সম্প্রচার মাধ্যম ও সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স ইস্যুর জন্য সুপারিশ করা এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে তা ইস্যু করা;

(ছ) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের জন্য ফি সংগ্রহ করা এবং এই আইনের যে কোন বিধান লংঘন করিলে জরিমানা আরোপ করা;

(জ) সম্প্রচারকারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান নির্ধারন করিয়া দেওয়া এবং সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর মেয়াদ ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা এবং জনগণের অবগতির জন্য এই ধরণের মেয়াদ ভিত্তিক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঝ) ন্যায়সঙ্গত, প্রতিযোগিতামূলক, সম এবং বৈষম্যহীন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার প্রাপ্তির জন্য শর্তাবলী প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা;

(ঞ) সম্প্রচারের কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তুসহ বিজ্ঞাপন, নাটক, তথ্যচিত্র, কাহিনীচিত্র, সঙ্গীত বা অন্য যে কোন বিষয় যাহা সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাইলে উহা গ্রহণ করা এবং বিচার নিষ্পত্তি করা;

(ট) 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন-২০০৬' এর অধীন সরকার অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পীত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ পালন করা।

(ঠ) লাইসেন্সধারী সম্প্রচারক প্রতিষ্ঠান ও কন্টেন্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে সালিশকারীর দায়িত্ব পালন এবং এ বিষয়ে যে কোন নির্দেশ ও রোয়েদাদ প্রদান

(ড) জাতীয় সম্প্রচার নীতি লঙ্ঘন করিয়া যে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করিবে তাহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিয়া কার্যক্রম শুরু, তদন্ত করা এবং প্রয়োজনবোধে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা;

(ঢ) ভোক্তা ও লাইসেন্স প্রাপ্ত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারীর সেবার উৎকর্ষতা ও গুনগতমান এবং ভোক্তা কর্তৃক সেবামূল্য সম্পর্কে কোন নালিশ বা বিতর্ক উত্থাপিত হইলে কমিশন কর্তৃক তাহার বিচার নিষ্পত্তি করা;

(ণ) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ভোক্তা, নালিশকারী বা সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারীর মধ্যে সহায়ক নির্দেশিকা এর ব্যত্যয় ঘটিলে নির্ধারিত বিধানাবলী অনুসারে শাস্তি আরোপ করা;

(ত) সম্প্রচার লাইসেন্সধারী সম্প্রচারক প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সংবাদকর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান ও ওয়েজবোর্ড গঠন পূর্বক এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় *পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;*

(থ) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ ও শোনা;

(দ) সম্প্রচার ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথ সুগম করা;

(ধ) এই ধরণের সেবামূলক কাজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

(ন) জনসেবামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক জনসেবামূলক সম্প্রচার উন্নয়ন তহবিল গঠন করা;

(প) সম্প্রচার শিল্প ও ভোক্তা দর্শকের স্বার্থ সুরক্ষার নিমিত্তে যে কোন আদেশ ও নির্দেশনা জারী করা এবং উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ফ) সরকার কর্তৃক অর্পিত এইরূপ অন্যান্য প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজ অথবা এই আইনের বিধানাবলী পালনে যেইরুপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ কাজ কমিশন কর্তৃক সম্পাদন করা।

সম্প্রচার কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৩। **সম্প্রচার কমিশন তহবিল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সম্প্রচার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) সম্প্রচার কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, সম্প্রচার কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) সম্প্রচার কমিশন তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং সম্প্রচার কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) সম্প্রচার কমিশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

১৪। **বাজেট।**— সম্প্রচার কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্প্রচার কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **সম্প্রচার কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।**— (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে সম্প্রচার কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা সম্প্রচার কমিশনের আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

১৬। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**— (১) সম্প্রচার কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর সম্প্রচার কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও সম্প্রচার কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সম্প্রচার কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সম্প্রচার কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

সম্প্রচার কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৭। **সম্প্রচার কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী** ।— (১) সম্প্রচার কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন সম্প্রচার কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার সম্প্রচার কমিশনের অনুরোধক্রমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

লাইসেন্স প্রদান

১৮। **লাইসেন্স প্রদান কমিশনের একক কর্তৃত্ব**

(১) নিম্নে উল্লেখিত লাইসেন্স প্রদান করার বিষয়ে ধারা ১২ (চ) এর বিধান সাপেক্ষে কমিশনের একক কর্তৃত্ব থাকিবে:

(ক) সম্পচার লাইসেন্স; এবং

(খ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স।

১৯। **সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স**

(১) এই আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া বা অন্য কোন আইনের অধীনে অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া কেহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না:

(ক) ফ্রি টু এয়ার দেশব্যাপী টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(খ) ফ্রি টু এয়ার স্থানভিত্তিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(গ) ফ্রি টু এয়ার আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঘ) মূল্যভিত্তিক দেশব্যাপী টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঙ) মূল্যত্তিক স্থানভিত্তিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(চ) মূল্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ছ) বিশেষ স্বার্থভিত্তিক (স্পেশাল ইন্টারেস্ট) টেলিভিশন সার্ভিস সম্প্রচার কার্যক্রম;

(জ) দেশব্যাপী বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঝ) অঞ্চল ভিত্তিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঞ) আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ট) কমিউনিটি বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঠ) মূল্যভিত্তিক দেশব্যাপী বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ড) মূল্যভিত্তিক আঞ্চলিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ঢ) মূল্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ণ) বিশেষ স্বার্থভিত্তিক (স্পেশাল ইন্টারেস্ট) বেতার সার্ভিস সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ত) অডিও টেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;

(থ) ভিডিও টেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;

(দ) টেলিটেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ধ) চাহিদামূলক ভিডিও সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ন) সম্প্রচার উপাত্ত কার্যক্রম;

(প) আইপি সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ফ) কেব্‌ল্ অপারেটর সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ব) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ভ) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ম) টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার কার্যক্রম;

(য) এফ এম বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(র) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সম্প্রচার কার্যক্রম;

(২) যে ব্যক্তি উপধারা-১ লঙ্ঘন করে সে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ৭ বছর মেয়াদের কারাদন্ড ভোগ করিবে অথবা অনধিক ১০(দশ) কোটি টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২০। **সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স**

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(১) এই ধারা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন স্থানে বা বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকৃত কোন জাহাজে কোন বিমান যানে বা কোন যানবাহনে কোন সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবে না;

(খ) কোন সম্প্রচার যন্ত্র আমদানি করিবে না, বিক্রির প্রস্তাব করিবে না, বিক্রয় করিবে না, অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজের অধিকারে রাখিবে না; অথবা

(গ) কোন সম্প্রচার যন্ত্রপাতি যাহা দ্বারা অথবা যাহার ওপর সম্প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তাহা চালাইবে না অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার মালিকানা অথবা দখলাধীন কোন বহির্বাটি, জমি ইত্যাদিসহ বাড়ী অথবা ভবনে রাখিতে পারিবে না;

যদি না এই ধারার অধীন এবং লাইসেন্স অনুযায়ী তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকে।

(২) উপধারা-১ অনুযায়ী এইরূপ মঞ্জুরকৃত প্রতিটি লাইসেন্স কিরূপ হইবে, কত মেয়াদের জন্য হইবে এবং কি শর্তাবলী থাকিবে তাহা কমিশন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(৩) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সম্প্রচার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপধারা-১ অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না;

(৪) কমিশন উপধারা-১ এর অধীন সরকারের অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিতে পারিবে অথবা সম্প্রচার যন্ত্র উক্ত উপধারার আওতামুক্ত রাখিতে পারিবে।

২১। **লাইসেন্সের শর্তাবলী**

(১) কোন লাইসেন্স বা কোন লাইসেন্স প্রাপ্তির আংশিক বা পূর্ণ অধিকার জন্মাইলে তাহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না, হস্তান্তর করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) কমিশন এই আইন ও প্রবিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন শর্ত লাইসেন্সে উল্লেখ/ আরোপ করিতে পারিবে এবং বিশেষ কোন অবস্থার প্রয়োজন মিটাইতে অতিরিক্ত কিছু শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

২২। **লাইসেন্স হস্তান্তরে বাধা নিষেধ**

(১) কমিশনের লিখিত পূর্ব সম্মতি ছাড়া কোন লাইসেন্স প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কারো কাছে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না;

(২) যে কোন লাইসেন্সের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হস্তান্তর সকল ক্ষেত্রেই বাতিল ও অকার্যকর হইবে।

২৩। **লাইসেন্স নবায়ন**

এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স এই আইনের বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নবায়ন করা যাইবে, তবে বিধিমালা না থাকিলে কমিশন প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে তাহা নির্ধারণ করিবে।

২৪। **যোগ্যতার মানদন্ড, লাইসেন্স বাতিল এবং স্থগিতকরণ**

(১) এ আইনের অধীন কোন আবেদনকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না যদি তিনি নিম্নলিখিত মানদন্ডের আওতাভূক্ত হন:

(ক) তিনি একজন বিকৃতমস্তিস্ক হন;

(খ) আদালত কর্তৃক অন্য কোন আইনের অধীন দুই বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(গ) এই আইনের অধীনে যে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তিলাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া না থাকেন;

(ঙ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বা ঘোষিত হন; বা

(চ) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে তাহার লাইসেন্স কমিশন বাতিল করিয়া থাকে;

(ছ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মানদন্ড।

(২) কমিশন যে কোন সময় লাইসেন্স স্থগিত অথবা বাতিল করিতে পারিবে যদি কমিশনের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে লাইসেন্সধারী:

(ক) উপধারা ১ এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

(খ) উপধারায় বর্ণিত তাহার অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স অর্জন করিয়া থাকিলে;

(গ) লাইসেন্সে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান শুরু করিতে না পারিলে/ব্যর্থ হইলে; বা

(ঘ) এই আইনের কোন বিধান বা প্রবিধানমালা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে; বা লাইসেন্সে প্রদত্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকিলে।

(৩) প্রস্তাবিত লাইসেন্স স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণের কারণ সংবলিত একটি নোটিশ কমিশন লাইসেন্সধারীকে প্রদান করিবে এবং এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লাইসেন্সধারীর জবাব ৩০(ত্রিশ)দিনের মধ্যে কমিশনে পৌঁছানোর নির্দেশ থাকিবে।

(৪) সেইক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী নোটিশ অনুযায়ী উপধারা-৩ এর অধীন কমিশনকে জবাব প্রদান করিলে কমিশন এইরূপ জবাব বিবেচনায় নিয়া শর্তসহ বা শর্ত ব্যতিরেকে-